Sanatan Dharma

আহার

আহার

"অসাবি দবেং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মন্নিন্দ্রো জনুষমেুবোচ।

বোধামসি ত্বা হয.র্শ্ব য.জ্ঞবৈোধা ন স্তোমমন্ধসো মদষে॥"

সামবদে ৩১৩

সরলার্থঃ আহার সটেিই উত্তম যা কনিা উৎপাদন করা হয.ছে। আহার ভূমমিাতা থকেে উৎপন্ন শস্যাদরিই করা উচতি, সাথে গোদুগ্ধ। এই আহারই সাত্ত্বকি ও দবৈী সম্পত্তরি জন্মদাতা। এই সাত্ত্বকি ভোজনে নশ্চিতিভাবইে, স্বভাবতই ইন্দ্রযি.সমূহরে শাসক হওয.া যায., দাস নয.। অর্থাৎ সাত্ত্বকি ভোজন দ্বারা ইন্দ্রযি.সমূহকে বশীভূত করা যায.। পক্ষান্তরে রাজসকি ও তামসকি আহার ইন্দ্রযি.রে দাসত্বরে কারণ। প্রভু উপদশে দচ্ছিনে শীঘ্রতাযুক্ত ইন্দ্রযি.রূপ অশ্বযুক্ত মানব! তোমাকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা জ্ঞানযুক্ত করি। ভক্ত বলছনে, সাত্ত্বকি আহাররে আনন্দে বহি্বলতি আমাদরে স্তুতি সমূহকওে জ্ঞাত হও। অর্থাৎ, সাত্ত্বকি আহারী মানব প্রভুকে বস্মিৃত হয. না। বরং সর্বদা স্মরণ করে।

অগ্নি বা জল দ্বারা রন্ধনরে নর্দিশে এবং কুতর্ক দ্বারাও মাংসাহার নষিদ্ধকরণ -

“যে বাজনিং পরপিশ্যন্তি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভর্নিরি্হরতেি। যে চার্বতো মাংসভক্ষিামুপাসত উতো তষোমভগিূর্তরিন ইন্বতু ॥” ঋ০ ১।১৬২।১২ অর্থাৎ যে মনুষ্যগণযাতে ববিধি অন্নাদি পদার্থ বদ্যিমান সইে ভোজনকে রন্ধন করার ফলে উত্তম হওয়া খাদ্যকে সর্বদকি থকেে দর্শন করে বা যে জল দ্বারা রন্ধনকৃত বলা হয়ে থাকে এবং যারা প্রাপ্ত হওয়া প্রাণীর মাংস না প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তর্ক-বতির্ক দ্বারা সবেন করে তাদরে উদ্যম এবং সুগন্ধ আমাদরে ব্যাপ্ত বা প্রাপ্ত হোক। হে বদ্বিান! তুমি এই রকমরে অর্থাৎ মাংসাদি অভক্ষ্যসমূহকে ত্যাগ করার মাধ্যমে রোগসমূহকে নরিন্তর দূর করো।

“ব্রীহমিত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তলিম্। এষ বাং ভাগো নহিতিো রত্নধয়োয় দন্তৌ মা হংিসষ্টিং পতিরং মাতরং চ ॥” অথর্ব০ ৬।১৪০।২ অর্থাৎ চাউল, যব, মাষ এবং তলি ভক্ষণ কর। রমণীয.তার জন্য ইহাই তোমাদরে জন্য বহিতি হয.ছে! পালক ও রক্ষককে ভক্ষণ কোরো না ,

“পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু” ঋ০ ১।১১৪।১০

অর্থাৎ মনুষ্যগণকে হত্যা এবং গো আদি উপকারী পশুসমূহরে বনিাশকারী প্রাণীগণকে নর্মিূল করে আপনার এবং আমাদরে জন্য সুখ হোক ,

’শর্ম যচ্ছত দ্বপিদে চতুষ্পদে’ ঋ০ ১০।৩৭।১১

অর্থাৎ দ্বপিদী-মনুষ্য এবং চতুষ্পদী-পশুগণরে জন্য সুখ প্রদান করো ।

“ক্রব্যাদো মা তে হত্যো মুক্ষত দবৈ্যায়াঃ” অথর্ববদে ৮।৩।১৮ , ৫।২৯।১১ , “য আমং মাংসমদন্তি পৌরুষয়েং চ যে ক্রবঃি “

অথর্ব০ ৮।৬।২৩

অর্থাৎ যে কাঁচা মাংস খায় ও যে মনুষ্যরে মাংস খায় এবং ক্লশে প্রদানকারী গর্ভকওে

খেয়ে ফেলে; সেই দুষ্ট প্রাণীদের এখান থেকে বিনষ্ট করা হোক। মাংস ভক্ষকগণ ঈশ্বরের দিব্য গুণযুক্ত বজ্র তথা ন্যায়বিচার ও শৌর্যবীর্য দ্বারা রক্ষা পায় না।

ব্রহ্মসূত্রে বলা আছে- আপৎকাল ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা করতে হবে। "সর্ব অন্ন অনুমতিঃ প্রাণাত্যয়ে চ তদ্দর্শনাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৮

অর্থাৎ সর্বপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করার অনুমতি কেবল জীবন বিপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ স্মৃতিতে এরূপ নির্দেশ আছে।

বেদে যেকোনো প্রকারের মাংস আদি উৎসর্গ নিষিদ্ধ রয়েছে। কারণ ঈশ্বর রক্ত পিপাসু নন। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কোন পশু হত্যার প্রয়োজন নেই। তাঁর উপাসনা আমরা করি কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য। বৈদিক যজ্ঞ সর্বদাই পবিত্র সেখানে কোনোরূপ হত্যা সম্ভব নয়। সে জন্যই বেদে যজ্ঞকে অধ্বর সংজ্ঞা দিয়েছে।

বেদে মাংসাহারের নিষেধে অনেক নির্দেশনা রয়েছে যেমন-

“যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্ক্তে যো অশ্ব্যেন পশুনা যাতুধানঃ “

ঋ০ ১০।৮৭।১৬

অর্থাৎ যে যাতনা দানকারী দুষ্ট প্রাণী রয়েছে, যারা মানুষের অভ্যন্তরের মাংস দ্বারা নিজেকে পুষ্ট করে; যে কিনা পশুসমূহের মধ্যে নিরপরাধ পশু দ্বারা নিজেকে উত্তমভাবে পরিপুষ্ট করে; যে হত্যার অযোগ্য গোরুর দুগ্ধকে হরণ করে-নষ্ট করে-দূষিত করে।

নিরুক্তে [২।৭] অধ্বর শব্দের অর্থ বলা হয়েছে "অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম ধ্বরতিহিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধে " অধ্বর = হিংসারহিত কর্ম অর্থাৎ যাতে কোনো রূপ হত্যা হয় না।

রাজসূয়ং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমস্তদধ্বরঃ। অর্কাশ্বমেধাবুচ্ছিষ্টে জীবর্বহভিমদন্তিম।।

[অথর্ব০ ১১।৭।৭]

রাজসূয়, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম এইসব যজ্ঞ অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত। অর্ক এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভুর মধ্যে স্থিত, যা জীবের বৃদ্ধিকারী এবং অত্যন্ত হর্ষদায়ক।

অগ্নে যঃ যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতো বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।।

[ঋ০ ১।১।৪]

হে পরমেশ্বর! তুমি অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞকে সর্বত্র ব্যাপক হয়ে সব প্রকারে পালনকারী। এই হিংসারহিত যজ্ঞে বিদ্বান লোক সুখ প্রাপ্ত করে। যজ্ঞের জন্য অধ্বর [হিংসারহিত] শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে ১।১।৮, ১।১৪।২১, ১।১৯।১, ১।২৮।১, ৩।২১।১ এরূপ বহু স্থলে এসেছে।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সর্বপ্রথম ব্যাকরণ ও বেদাঙ্গ অনুসন্ধান করে বেদের বিশুদ্ধ ভাষ্য রচনা ও 'গোমেধ', 'অশ্বমেধ', 'নরমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞের প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটন ও পরবর্তী সকল বৈদিক ভাষ্যকারগণ কর্তৃক তাঁর অনুবাদ অনুসরণের ফলে এখন বেদ দেখিয়ে বলি সিদ্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ বেদে বলি সিদ্ধ করতে গেলে তার সাথে গোহত্যা ও অশ্লীলতার ও উদ্ভব ঘটে।